যুগান্তর

তারিখ ... 19 MAR 2009
পৃষ্ঠা ... ১৩ ... কলাম ... ১

বঙ্গবন্ধু মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য মাস্টার প্ল্যান তৈরি হচ্ছে

মনিরুজ্জামান উজ্জ্বল

প্রতিষ্ঠার এক যুগ পর দেশের চিকিৎসা শিক্ষার সর্বোচ্চ বিদ্যাপীঠ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়কে সুপরিকল্পিতভাবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে মাস্টার প্ল্যান (মহাপরিকল্পনা) প্রণয়নের উদ্যোগ নিয়েছে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। নির্ভরযোগ্য সূত্রে জানা গেছে, বিশ্ববিদ্যালয়টিকে সত্যিকার অর্থে আন্তর্জাতিক মানের চিকিৎসা, শিক্ষা ও গবেষণামূলক প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তুলতে রাজধানীর পূর্বাচলে ২শ' একর জমির ওপর 'সেকেন্ড ক্যাম্পাস' গড়ে তোলার চিন্তাভাবনা চলছে। মূলত সেকেন্ড ক্যাম্পাসে গবেষণাধর্মী কাজই বেশি হবে। এছাড়া গাজীপুরের কাপাসিয়ায় আইসিডিডিআরবি'র চাঁদপুরের মতো গড়ে তোলা হবে পপুলেশন ল্যাবরেটরি। এ লক্ষ্যে সরকারের কাছে প্রয়োজনীয় জমি সংবলিত চেয়ে আবেদনের প্রস্তুতি গ্রহণ শুরু হয়েছে। স্বাস্থ্যমন্ত্রী অধ্যাপক ডা. আ ফ ম রুহুল হক সেকেন্ড ক্যাম্পাস গড়ে তোলার ক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয়কে সর্বাত্মক

এক যুগ আগে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে তোলা হলেও এখনও তা নামেই বিশ্ববিদ্যালয় রয়ে গেছে

সহায়তার ব্যাপারে মৌখিক প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। নির্ভরযোগ্য সূত্রে জানা গেছে, মাস্টার প্ল্যানের আওতায় শাহবাগ ক্যাম্পাস ও আশপাশে বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব জমিতে হাইরাইজ ভবন (কমপক্ষে ২০ তলা) গড়ে তোলা হবে। ভবনগুলোতে বিভিন্ন বিভাগের জন্য পৃথক ইউনিট ও আধুনিক যন্ত্রপাতিসমৃদ্ধ ল্যাবরেটরি গড়ে তোলা হবে। এছাড়া চিকিৎসক, কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জন্য আবাসন ও বিশ্ববিদ্যালয়ে কর্মরতদের ছেলেমেয়েদের পড়াশোনার জন্য স্কুল-কলেজ গড়ে তোলা হবে। মাস্টার প্ল্যান প্রণয়নের জন্য একজন দক্ষ কনসালটেন্ট নিয়োগের ব্যাপারে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ নীতিগতভাবে রাজি হয়েছে। কনসালটেন্ট নিয়োগের জন্য কয়েকদিনের মধ্যেই একটি উচ্চ পর্যায়ের কমিটি গঠন করা হবে। অনুসন্ধানে জানা গেছে, এক যুগ আগে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে তোলা হলেও এখনও তা নামেই বিশ্ববিদ্যালয় রয়ে গেছে। সুষ্ঠু পরিকল্পনার অভাবে পূর্ণাঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের অবকাঠামো ও প্ল্যান : পৃষ্ঠা ২ : কলাম ৮

প্ল্যান : বঙ্গবন্ধু মেডিকেল

(৩য় পৃষ্ঠার পর)

প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়ন নিশ্চিত করা সম্ভব হয়নি। দেশের মানুষের কাছে অনিয়ম ও দুর্নীতিগ্রস্ত প্রতিষ্ঠান হিসেবেই এর পরিচিতি। অনুসন্ধানে জানা গেছে, রাজনীতি ও দলবাজির কারণে বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্যক্রম বারবার বাধাগ্রস্ত হয়েছে। বিশেষ করে বিএনপি-জামায়াত জোট সরকারের আমলে জনবল নিয়োগ, ক্রয় ও টেন্ডারে ব্যাপক অনিয়ম-দুর্নীতির অভিযোগ রয়েছে। বর্তমানে বিশ্ববিদ্যালয়ে শত শত চিকিৎসক, নার্স, কর্মকর্তা-কর্মচারীর ছড়াছড়ি। অনেকের বসার জায়গা নেই। ফলে মাথাভারি প্রশাসনে পরিণত হয়েছে মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় নামের এ প্রতিষ্ঠান।

নাম প্রকাশ না করার শর্তে বিশ্ববিদ্যালয়ের একাধিক প্রবীণ চিকিৎসক ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় তো দূরের কথা এটিকে পরিকল্পিত হাসপাতালও বলা যায় না। এখানে পৃথক প্রশস্ত একাডেমিক ভবন, প্রয়োজনীয় শিক্ষা উপকরণে সুসজ্জিত শিক্ষা বিভাগ, পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য আধুনিক যন্ত্রপাতি, গবেষণা কার্যক্রম, চিকিৎসক ও নার্সদের প্রয়োজনীয় আবাসনের সুব্যবস্থা নেই। বর্তমানে বিচ্ছিন্নভাবে ছড়িয়ে ছিটিয়ে বিভিন্ন ভবনে রোগীদের চিকিৎসা ও উচ্চ শিক্ষার্থীদের ক্লাস চলছে।

জানা গেছে, এক যুগ আগে কর্তৃপক্ষ একবার বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য মাস্টার প্ল্যান তৈরি করেছিল। নির্ভরযোগ্য সূত্রে জানা গেছে, ওই সময় মাস্টার প্ল্যানে ৮৭৭ কোটি টাকা বরাদ্দ চাওয়া হয়। পরে বিএনপি সরকার ক্ষমতায় এসে তা নাকচ করে দেয়। নির্ভরযোগ্য সূত্রে জানা গেছে, ২০২১ সালের মধ্যে ডিজিটাল বাংলাদেশ ও দিনবদলের অঙ্গীকার নিয়ে রাষ্ট্রক্ষমতায় অধিষ্ঠিত আওয়ামী লীগ সরকার ক্ষমতায় আসার পরই সেই পুরনো মাস্টার প্ল্যানের ব্যাপারে খোঁজ নেয়। জানা গেছে, বর্তমান সরকার জাতির জনকের নামে প্রতিষ্ঠিত এ মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়কে সত্যিকার অর্থে আন্তর্জাতিক মানের বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে গড়ে তুলতে চায়। নির্ভরযোগ্য সূত্রে জানা গেছে, বর্তমান ভিসি প্রফেসর ডা. নজরুল ইসলাম প্রধানমন্ত্রীসহ সরকারের উচ্চ পর্যায়ে একজন ক্লিনম্যান হিসেবে পরিচিত। তারা নজরুল ইসলামের নেতৃত্বে মাস্টার প্ল্যান প্রণয়ন করে বিশ্ববিদ্যালয়টিকে চিকিৎসক, গবেষক ও রোগীদের কাছে আস্থার প্রতীক প্রতিষ্ঠানে পরিণত করতে চান।